এমপি আনার হত্যায় জড়িত সন্দেহেভাজন আওয়ামী লীগ নেতা আটক

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যার ঘটনায় সন্দেহভাজন এক আওয়ামী লীগ নেতা কাজী কামাল আহম্মেদ বাবু ওরফে গ্যাস বাবুকে আটক করেছে গোয়েন্দা সংস্থা (ডিবি) পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার (৬ জুন) রাতে ঝিনাইদহ শহরের আদর্শপাড়া এলাকা থেকে ঢাকার ডিবি পুলিশের একটি দল তাকে আটক করে। আটক কৃতএই বাবু ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক।

ধারণা করা হচ্ছে, এমপি আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যার অন্যতম আসামি শিমুল ভূঁইয়ার নিকট আত্মীয় বাবু। আনার হত্যা কাণ্ডে তার কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শাহীন উদ্দিন জানান, রাতে ঢাকা থেকে থেকে ডিবি পুলিশ ঝিনাইদহে এসেছিল। তারা বাবুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে নিয়ে গেছে। তবে কোন মামলায় গেছে আমি তা নিশ্চিত বলতে পারছি না।

উল্লেখ, গত ১২ মে পরিবারকে চিকিৎসার কথা বলে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ড হয়ে ভারতে যান এমপি আনোয়ারুল আজীম আনার। ওঠেন পশ্চিমবঙ্গে বরাহনগর থানার মণ্ডলপাডা লেনে গোপাল বিশ্বাস নামে এক বন্ধুর বাড়িতে। পরদিন ডাক্তার দেখানোর কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন এ সংসদ সদস্য। নিখোঁজের প্রায ১০ দিন পর গত বুধবার ২২ মে আনার হত্যার বিষযটি সামনে আসে।

এই হত্যাকান্ড নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভ্রান্তিকর তথ্য আসছে। এরই মধ্যে আনার হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে বাংলাদেশে গ্রেপ্তার তিন আসামি শিমুল ভূঁইযা ওরফে আমানুল্লাহ, তানভীর ভূঁইয়া ও শিলাস্তি রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এর ভিত্তিতে হত্যা-রহস্য উদঘাটন ও ভারতের তদন্ত দলকে সহায়তার জন্য ২৬ মে প্রতিনিধি দল নিয়ে কলকাতায় যান ডিবিপ্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে অবক্ষয় এর সবগুলোই সৃষ্টি হয়েছিল জিয়াউর রহমানের হাত ধরে– হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, এই বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে অবক্ষয়, যে দুর্বৃত্তায়ন এর সবগুলোই সৃষ্টি হয়েছিল জিয়াউর রহমানের হাত ধরে। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। জিয়াউর রহমান তখন এ দেশের রাজনীতিটাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করতে তিনি সেই সময় মিজান চৌধুরীসহ অনেক রাজনীতিবিদদের টাকা দিয়ে দল ভেঙেছিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতির কলুষিত যত কাজ সবগুলো করেছিলেন জিয়াউর রহমান। সেই দলের একজন কর্মী মির্জা ফখরুলের এত বড় গলায় কথা বলার কোনো সুযোগ নাই।

আজ শুক্রবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মাহবুবউল আলম হানিফ।

হানিফ বলেন, একটা প্রবাদ আছে চোরের মায়ের বড় গলা, মির্জা ফখরুলের এখন সেটাই হয়েছে। এই বাংলাদেশে যত অন্যায় অনিয়ম যত হত্যা খুন রাহাজানি সবই হয়েছে ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে পর্যন্ত বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকতে হয়েছে।

তিনি তারেক রহমান প্রসঙ্গে বলেন, তারেক রহমানকে দেশে এনে বিচার করে শাস্তি দিতে পারলে বিএনপি যে অরাজকতা করে তা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ এ দেশে যত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সব বিএনপির নেতৃত্বে হয় এবং সেটা লন্ডনে বসে তারেক রহমানের নেতৃত্বে ও নির্দেশেই হয়।

জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে হানিফ আরো বলেন, জ্বালানি তেলের দাম ১ টাকা বা ২ টাকাই বৃদ্ধি পাক তা সাধারণ মানুষের ওপর চাপ হয় কিন্তু আমদানিমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারকে দাম বাড়াতে হচ্ছে।

এসময় কুষ্টিয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিন সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪৪তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২৬ মে) দুপুরে শহরের ফ্যামেলী জোন কমিউনিটি সেন্টারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঝিনাইদহ সদর থানা যুবলীগ।

অনুষ্ঠানে সদর থানা যুবলীগের সদস্য মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগ সদস্য ও সদর উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক শাহ্ মোঃ ইব্রাহিম খলিল রাজা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ।

এছাড়াও সদর থানা যুবলীগ সদস্য মাহাদী হাসান নাজমুল, মধুহাটি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আশরাফুল আলম, সাগান্না ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি শেখ রুহুল আমীন, কালীচরনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক আরিফ মোল্লা, পোড়াহাটি ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক ফিরোজ উদ্দিন, কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আশিকুর রহমান লেন্টু সহ ১৭টি ইউনিয়নের যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।

পরে ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই ও ৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে ১ মিনিট নিরবতা পালন করেন নেতা-কর্মীরা।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এম এ এস ইমনের

বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক ও রাজধানী টিভির চেয়ারম্যান, তরুণ রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমন।

আজ শনিবার বঙ্গভবনে তিনি রাষ্ট্রপতি মো:শাহাবুদ্দিনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় রাষ্ট্রপতির সাথে তিনি কুশল বিনিময় করেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

এমপি আনার হত্যাকান্ডে জড়িতদের ফাঁসির দাবীতে নেতাকর্মীদের অবস্থান কর্মসূচী

ঝিনাইদহ-৪ আসনের এমপি আনানোয়ারুল আজিম আনারের মরদেহ ফেরত ও হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত খুনিদের ফাঁসির দাবীতে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৫ মে) সকাল ৮ থেকে বেলা ১১ টার পর্যন্ত এমপির বাসভবনের সামনে এই কর্মসূচী পালিত হয়। এতে কালীগঞ্জ উপজেলা আ’লীগের দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ জনতা হত্যাকারীদের ফাসির দাবী সম্বলিত প্লাকার্ড নিয়ে ওই অবস্থান কর্মসুচিতে অংশ গ্রহন করে।

অবস্থান কর্মসূচী থেকে উপজেলা আ’লীগের সাবেক সভাপতি উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর সিদ্দিক ঠান্ডু গণমাধ্যম কর্মীদের বলেন, আমাদের প্রিয় নেতা এমপি আনোয়ারুল আজীমের হত্যার সাথে জড়িত সকল আসামিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। শুনেছি নৃশংশভাবে তাকে কেটে টুকরা

টুকরা করা হয়েছে। আমরা তার মরদেহ বা লাশের টুকরা বা ডেটথ সার্টিফিকেট পেতে সরকারের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি। কর্মসূচীতে আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী, কালীগঞ্জ পৌর আ’লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ও পৌর মেয়র আশরাফুল আলম আশরাফ, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য ও উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন সোহেল ও আ’লীগ নেতা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম সহ সাধারণ জনতা।

অবস্থান কর্মসূচীতে অংশ নেওয়া সাধারণ জনগণের মধ্যে কয়েকজন ক্ষোভে ফুসে উঠে বলেন, শুনেছি আমাদের এমপির শরির কেটে টুকরা টুকরা করা হয়েছে। খুনিরা কি তার জামা কাপড় জুতা স্যান্ডেলও কেটে কেটে টুকরা টুকরা করেছে। আমরা এমপির ব্যবহৃত জামা কাপড় সামগ্রী ফেরত পেতে চায়। সেই সাথে তারা খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবী জানিয়ে আত্নচিৎকার করতে থাকেন।

উল্লেখ্য, গত ১২ মে ভারতে গিয়ে নিঁখোঁজ ঝিনাইদহ-৪ আসনের এমপি আনোয়ারুল আজীম আনারের হত্যাকান্ড নিয়ে তার এলাকায় এখনো ধোয়াশা কাটেনি। ভারত যাবার ১০ দিন পর গত বুধবার (২২ মে) সকালে কলকাতার নিউটাউন এলাকার সঞ্জিভা গার্ডেনে খুন হয়েছে বলে গণমাধ্যমে প্রচার হয়। এমনকি তার দেহ খন্ড বিখন্ড করা হয়েছে বলেও প্রচার হয়। এখন পর্ষন্ত তার মরদেহ বা দেহের কোন অংশ এমনকি ব্যবহৃত জামা কাপড় উদ্ধারের খবর না পাওয়াতে সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্ন হয়েই ঘুরছে এমপি কি সত্যই মারা গেছেন ?

আমার বাবার লাশের এক টুকরো মাংস আমাকে দাও – মেয়ে ডরিন

আমার বাবার লাশের এক টুকরো মাংস আমি চাই। যে মাংসের টুকরো ছুঁয়ে বাবাকে দেখতে পারি । সেই মাংসের টুকরোকেই বাবা মনে করে জানাযা করাতে চায়।

আজ শুক্রবার (২৪ মে) বিকাল ৫টার দিকে শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ডে

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য আনোরুল আজীম আনারকে নৃশংস ভাবে হত্যার সুষ্ঠু বিচার ও হত্যা পরিকল্পনাকারীকে আটক ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানববন্ধনে এমপি কন্যা ডরিন এসব কথা বলনে। মানববন্ধন চলাকালে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কে আধাঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বাবা হারানোর ব্যাথা-কষ্ট বুঝেন, তিনি আমার বাবা হারানোর বেদনা বুঝবেন। তার বাবার হত্যার বিচার করেছেন, আমার বাবার হত্যার বিচারও তিনি করবেন। হত্যার পরিকল্পনাকারীকে ধরার পরই খতিয়ে দেখা যাবে আসলে কি জন্য সে এত বড় অপকর্ম কেন ঘটালো। এর বিচার অবশ্যই হবে।

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার কথা হয়েছে। গতকালও কথা বলেছি। আমরা আইনের আশ্রয় নিব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছেন, আওয়ামী লীগের দলীয় সর্বোচ্চ অভিভাবকরা আছেন তারা আমাদের পরার্মশ দিবেন এবং তারা অবশ্যই তাদের দলীয় এমপি হত্যার সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। কালীগঞ্জের মানুষের সুখে দুঃখে যিনি সবসময় পাশে থেকেছেন সেই মানুষটির হত্যার বিচার আমরা চাই। আমরা কোন শৃংখলাহানী করতে চাই না।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন পৌর মেয়র আশরাফুল আলম আশরাফ। এসময় উপস্তিত ছিলেন, নব-নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মতি, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সোহেল হোসেনসহ আওয়ামী লীগের সকল ইউনিটের নেতাকর্মীরা ও শত শত সাধারণ মানুষ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন।

আমঝুপিতে নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস

চেয়ারম্যানদের সংবর্ধণা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সদর উপজেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের সংবর্ধণা দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কার্যালয় প্রাঙ্গনে এ সংবর্ধণা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংবর্ধিত চেয়ারম্যান মো: আনারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতা।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউপি চেয়ারম্যান শাহ জামান চৌধুরী, শ্যামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মতিউর রহমান, আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত, আমঝুপি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি মিনারুল ইসলাম, আমঝুপি ইউনিয়ন কৃষক লীগ সভাপতি মাহবুবুল হক, আমঝুপি ইউনিয়নের প্রয়াত চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নুর ছেলে সেলিম রেজা প্রমুখ।

সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও কৃষকলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জামানত হারাচ্ছেন ৬ প্রার্থী

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদের দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে গাংনীর ৬ প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়েছেন।

এদের মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৫ জন এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১ জন প্রার্থী জামানত হারান।

তবে, চেয়ারম্যান প্রার্থী জামানত হারানোর মধ্যে তিন প্রার্থী নির্বানের কয়েকদিন আগেই নির্বাচন থেকে সরে দাড়িয়েছিলেন। এরা হলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম (কাপ পিরিচ), লাইলা আরজুমান বানু শিলা দোয়াত কলম ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন (মোটরসাইকেল)। ভোটের মাঠে থেকে দুই প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়েছেন। এরা হলেন বিএনপি থেকে বহিস্কৃত জুলফিকার আলী ভূট্টো (কৈ মাছ) ও মুকুল জোয়াদ্দার (শালিক পাখি)।

নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত ভোটের ১৫ ভাগের নিচে ভোট পেলে সেই প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।

সে অনুযায়ী গাংনী উপজেলা পরিষদের ৫ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। এই প্রার্থীরা হলেন বিএনপি থেকে বহিস্কৃত মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো (কৈ মাছ) প্রতিকে পেয়েছেন ৪ হাজার ৯৫৭, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন (মোটরসাইকেল) প্রতিকে পেয়েছেন ৭০৪, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম (কাপ পিরিস) প্রতিকে পেয়েছেন মাত্র ২৮৯, উপজেলা যুব মহিলা লীগ নেত্রী লাইলা আরজুমান শিলা (দোয়াত কলম) প্রতিকে পেয়েছেন ২২৭ এবং গাংনী হর্কাস মার্কেটের সভাপতি মুকুল আহম্মেদ ওরফে মহিবুল জোয়াদ্দার (শালিক পাখি) প্রতিকে পেয়েছেন ২০১ ভোট। সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এরা সবাই তাদের জামানত হারাচ্ছেন। নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদে রেজাউল হক (চশমা) তার জামানত হারাচ্ছেন। তিনি পেয়েছেন ১৬৮২ ভোট।
মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত গাংনী উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেক (আনারস) প্রতীক নিয়ে ৩৩ হাজার ৭২৩ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী মাখেলেছুর রহমান মুকুল (হেলিকপ্টার) প্রতীক নিয়ে ২৮ হাজার ২৯৩ ভোট পান এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল (ঘোড়া), তিনি ভোট

পেয়েছেন ১৫ হাজার ৫৬০ ভোট।

ফুলেল শুভেচ্ছা ও জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হলেন উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের মত গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে ৫ হাজার ৪৩০ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন তিনি।

এম এ খালেক পুনরায় উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর দলীয় নেতাকর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠণ, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠণসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ গতকাল বুধবার দিনভর তার সাথে দেখা করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

সকাল থেকেই উপজেলা বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার নেতা কর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ ব্যক্তি ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তার বাড়িতে ছুটে আসেন।

এসময় জনগণের ভালোবাসা ও ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন দুই বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান এম এ খালেক। তারা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এসময় এম এ খালেক সবার উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন আমি সেই ভালোবাসায় অভিভুত। আমি পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আগামী পাঁচটি বছর গাংনীর উন্নয়নে কাজ করবো। আমি আপনাদের দোয়া চাই, যাতে গাংনী উপজেলাবাসীর সেবায় আন্তরিকভাবে কাজ করতে পারি।
গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

মিজানুর রহমান রানা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস পচু, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য শওকত আলী, শাহানা ইসলাম শান্তনাসহ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন স্তুরের নেতা কর্মী ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তার সাথে দেখা করেন ও ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

এছাড়া, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বরবৃন্দ, ও অসংখ্য দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থক ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

কলকাতায় খু*ন হলেন এমপি আনার, দেশে গ্রেপ্তার ৩

চিকিৎসার জন্য ভারতে গিয়ে নিখোঁজ ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার। কলকাতার একটি বাসায় ‘পরিকল্পিতভাবে খুন’ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি বলেছেন, ভারতীয় পুলিশের কাছ থেকে এ বিষয়ে তথ্য পওয়ার পর বাংলাদেশের পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ-৪ আসনের তিনবারের সংসদ সদস্য আনার কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। গত ১১ মে তিনি দর্শনা-গেদে সীমান্ত দিয়ে চিকিৎসার জন্য ভারতে যান।

কলকাতায় পৌঁছে তিনি ওঠেন তার বন্ধু, বরাহনগরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী গোপাল বিশ্বাসের বাড়িতে। কিন্তু ১৬ মে থেকে তার সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারছিল না বলে জানান তার পরিবার।

আনার নিখোঁজ জানিয়ে ১৮ মে বরাহনগর থানায় জিডি করেন বন্ধু গোপাল

বিশ্বাস। সেখানে বলা হয়, ১৩ মে দুপুরে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি। তবে তার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে আসা এক বার্তায় বলা হয়, তিনি দিল্লি যাচ্ছেন।

এদিকে আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডোরিন পরে ঢাকায় গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার বাবার নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি জানান।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, পরের কয়েক দিনে দুই দেশের পুলিশের মধ্যে যোগাযোগের পর বুধবার সকালে কলকাতার সংবাদমাধ্যমে আনারের খুন হওয়ার খবর আসে। বলা হয়, নিউ টাউন এলাকার সঞ্জিভা গার্ডেন নামের বিলাসবহুল একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে পাওয়া গেছে বাংলাদেশের এ সংসদ সদস্যের লাশ।

ভারতে তার মরদেহ উদ্ধারের সংবাদ পাওয়ার পর তার দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত শত শত মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এমপি আনার জেলার কালীগঞ্জ শহরের ভূষণ রোড়স্থ বাড়িতে বসবাস করতেন। তার দুই মেয়ে স্ত্রী রয়েছে।

এমপির নির্বাচনী এলাকা কালীগঞ্জ উপজেলার ১নং সুন্দরপুর দূর্গাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ওহিদুজ্জামান ওদু বলেন, আমরা তার মৃত্যু সংবাদ শুনে রাজনৈতিক কার্যারয়ের সামনে এসেছি। তার মৃতদে ভারতে পাওয়া গেছে। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা বলতে পারছিনা। এমপির সাথে কারো কোন বিরোধ ছিল না। যা ছিল তা খুবই সামান্য কিন্তু তার জনপ্রিয়তা ছিল অনেক। তিনি বলেন তার পরিবার ঢাকাতে অবস্থান করবেন। তারা ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে রওয়া দিয়েছেন। তারা আসলে আরো কিছু জানা যাবে।

তিনি বলে রাষ্ট্রীয়ভাবে এমপির মরদেহ দেশে আনা হবে। আমরা এখন মরদেহের জন্য অপেক্ষা করছি।

ভারতে পৌছে পশ্চিমবঙ্গে বরাহনগর থানার অন্তর্গত মন্ডলপাড়া লেনে গোপাল বিশ্বাস নামে পরিচিত এক ব্যক্তির বাড়িতে ওঠেন। পরের দিন ১৩ মে ডাক্তার দেখানোর জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ১৫ মে বরাহনগরের বাসিন্দা গোপাল বিশ্বাসের হোয়াটস এ্যাপে ম্যাসেজ করে জানান তিনি দিল্লি যাচ্ছেন। ১৬ মে এমপির ব্যক্তিগত গাড়ি চালক তরিকুল ইসলামের ব্যক্তিগত মুঠোফোনেও একটি ম্যাসেজ পাঠিয়ে জানান দিল্লি যাওয়ার কথা। এরপর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান আনোয়ারুল আজিম আনার। এরপর থকে পরিবার ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাকে ফোনে বা কোনো মাধ্যমে না পেয়ে বিষয়টি সরকারের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে জানান উদ্বিগ্ন এমপি পরিবার। এমপি আনোয়ারুল আজিম আনারের সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে ১৮ মে থানায় একটি মিসিং ডাইরি করেন এমপি’র পরিচিত ভারতের বরাহনগরের বাসিন্দা গোপাল বিশ্বাস।

আনোয়ারুল আজীম আনার ঝিনাইদহ-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য। তিনি ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে টানা ৩ বার আওয়াামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। দির্ঘ দশ বছর হলো তিনি এলাকার উন্নয়নে কাজ করছেন। সাংসদ হিসাবে বিভিন্ন সেবামূলক কাজের জন্য তার বেশ সুনাম রয়েছে। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকার গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষের সাথে দেখা করে সমস্যা শোনেন ও সমাধান করেন। তিনি চলাচলের সময় কোন পুলিশ প্রটোকল ব্যবহার না করে একা একা চলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। সবথেকে আলোচিত বিষয় তার নির্বাচনী এলাকায় যে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার বাড়িতে যান এবং শোকার্ত পরিবারকে শান্তনা দেন। এমনও হয়েছে তিনি একদিনে ১০ জন মৃত্যু ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সাথে দেখা করেছেন। এ পর্যন্ত তিনি পাঁচ সহাস্রাধিক মৃতু ব্যক্তির দোয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। যা দেশের একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিরল।

এদিকে বুধবার সকালে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে আনারের খুন হওয়ার খবর আসে। তারপর দুপুরে ঢাকার ধানমন্ডিতে নিজের বাসায় পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল। বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে এসে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, যতটুকু তথ্য তারা পেয়েছেন, তাতে বাংলাদেশের লোকজনই এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত। তিনজনকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি আরো কয়েকজনকে খোঁজা হচ্ছে।

“আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে আনোয়ারুল আজীমকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। ভারতের পুলিশ আমাদের যে তথ্য দিয়েছে, সে তথ্য অনুযায়ী আমাদের পুলিশ যারা খুন করেছে বা খুনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, আমরা যাদের সন্দেহ করছি, তাদের মধ্য থেকে তিনজন অপরাধীকে পুলিশ ধরেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

আনারের বন্ধু গোপাল বিশ্বাসও বলেন, তিনি যে জিডি করেছিলেন, তার তদন্ত কর্মকর্তা শুভেন্দু গোস্বামী সকালে তাকে ফোন করে আনারের লাশ উদ্ধার করার কথা জানিয়েছেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আমরা যতটুকু খবর পাচ্ছি, সে অনুযায়ী

আমরা তদন্ত করছি” আনোয়ারুল আজীম আনার যে এলাকার সংসদ সদস্য ছিলেন, ঝিনাইদহ সীমান্তবর্তী ওই এলাকাটি একটি ‘সন্ত্রাসকবলিত’ এলাকা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনন্ত্রী বলেন“আনোয়ারুল আজীম এবারও ওই এলাকার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। চিকিৎসার জন্য যাওয়ার (কলকাতায়) পর ওই ঘটনা ঘটে। আমাদের পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে। আমরা শিগগিরই এই খুনের মোটিভ কী ছিল তা আপনাদের জানাতে পারব। ভারতের পুলিশ আমাদের সব ধরনের সহযোগিতা করছে।”

মন্ত্রী আরও বলেন, সংসদ সদস্য আনারের খুন হওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী ভারতের পুলিশের সঙ্গে কাজ করছে বাংলাদেশ পুলিশ।
“তদন্ত শেষ হলে আপনাদের সবাইকে জানানো হবে তিনি কেন খুন হয়েছেন, কে কে খুন করেছে, কী ধরনের অস্ত্র দিয়ে খুন হয়েছেন।”

বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য ভারতে গিয়ে খুন হলেন, এ ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্কে ফাটল ধরবে কিনা এমন প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, “ঘটনার পর থেকে ভারত আমাদের সব ধরনের সহযোগিতা করে আসছে। এখানে সম্পর্কে ফাটল ধরার মত কোন কিছু হয়নি। কারণ হত্যায় যুক্তরা সবাই বাংলাদেশি, এখানে কোনো ভারতীয় নেই।”

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ঢাকার পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমানও ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্রিফিংয়ের কিছুক্ষণ পর ঢাকায় গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এমপি আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডোরিন।

তিনি বলেন, “আপনার সবাই ইতোমধ্যে জেনেছেন যে আমার বাবাকে হত্যা করা হয়ছে, এজন্য আমি ডিবি কার্যালয়ে এসেছি। এই মামলার মোট আসামি ৫ জন, ৩ জনকে ধরেছে। বাকিদের ধরার চেষ্টা করছে। সব বিষয়ে জানতে এবং মামলা করতে এসেছি।”

এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানান এমপি’র মেয়ে ডোরিনের, তিনি বলেন, “ডিবির সব কর্মকর্তা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন আসামিদের ধরার ব্যাপারে। আন্তরিকতার সঙ্গে তারা সহযোহিতা করছেন। আমি বাবা হত্যার বিচার চাই। খুনিদের শাস্তি দেখতে চাই। প্রকাশ্যে

তাদের মৃত্যু দেখতে চাই।”

কাউকে সন্দেহ করছেন কি না এ প্রশ্নে এমপি আনারের মেয়ে বলেন, “আমি চিনি না। কিন্তু তাদের চিনতে চাই। কাউকে আমি সন্দেহ করছি না। কিন্তু খুনিদের পরিচয় জানতে চাই। তারপর আমি আমার সন্দেহের কথা প্রকাশ করব।”